অজানার উজানে

(নবম পর্ব)

[গল্প সংক্ষেপ :শিবুআরবিজন—দুই গরিবের সন্তান।এরমধ্যেশিবু খোঁড়া, লাঠিতে ভর দিয়ে চলে। ঘটনাক্রমে তাদের সঙ্গে রাজা বলে একটি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আলাপহল। বিজন রাজার কাছেই থাকতে শুরু করল। শিবু নিজের ভাগ্যান্বেষণেঘুরে বেড়ায়। অবশেষে একদিন একটা পরদেশী গুণ্ডার দলতাকে ও লক্ষ্ণৌতে পাওয়া তার এক বন্ধু ছোটুকে আটকেরাখে। তারা শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি করে মুক্তির ব্যবস্থা করে এবংএকটা ট্রেনে চড়ে দিল্লিতে আসে। সেখানে এক সিনেমার প্রযোজক শেঠজির সুনজরে তারা পড়ে এবং শেঠজি তাদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে নেয়। এদিকে রাজা ও বিজন শিবুর খোঁজে দিল্লিতে এসে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত শেঠজির সঙ্গে আলাপের সূত্রে শিবুর হদিস পায়। তারা শিবুকে নিয়েকলকাতায় আসে এবং রাজা শিবুকে নিজের বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করে। কিন্তু খঞ্জ শিবু আবদ্ধ থাকতে চায় না। একটি চিঠি লিখে রেখে সে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।]

ভোরের আলোতে শিবু ও ছোটু পথ বেয়ে চলেছে। রাস্তার পররাস্তা, গলির পর গলি—দু'জনেরই তখন যেন কলের পুতুলেরমতো ভাব—চলতে হবে তাই চলেচে, কোথায় যে যাবে তাদু'জনের কেউই ভাব্‌চে না।

কিন্তু শিবু খানিকটা গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ল। তার ঠেঙোনেই, এ অবস্থায় দ্রুতগতিতে বেশি পথ চলা সম্ভব নয়। কিন্তুচাম্মান না হয় শিবুর ছুরির আঘাতে অজ্ঞান হয়েই পড়েচে—সে যে মরেচে তার প্রমাণ কোথায় ?আর যদিও সে মরেই থাকে, তবুও পাণ্ডুয়া আছে, মাহাঙ্গু আছে।

আর একটা কথা ওরা কেউ এতক্ষণ ভেবে দেখেনি। চাম্মান যদি সত্যিই মরে গিয়ে থাকে—তবে আর একটা বড়ভয় পুলিশের। এতক্ষণ হয়তো সেখানে পাণ্ডুয়া এসে জুটেছে, মাহাঙ্গুও এসে জুটেছে। তাদের তো বুঝতে বাকি থাকবে নাযে, চাম্মানকে ছুরি মারা কাদের দ্বারা সম্ভব। তারা যদি পুলিশকেবলে দিয়ে থাকে—দিয়ে থাকে কি, নিশ্চয়ই দিয়েচে, তা হলেউপায়?

ছোটু বল্লে—শিবু ওঠ্, যে করেই হোক আমাদেরপালাতেই হবে। এখানে বসে থাকলে এখুনি ধরা পড়বো। শোরগোল হবার আগেই আমাদের শহর পার হয়ে যেতে হবে।

শিবু বল্লে—শহর পার হয়ে যাওয়ার চেয়ে বোধহয় শহরের মধ্যে থাকাই ভালো। এখানে লোকের ভিড়ে আমাদের খুঁজে বের করা কঠিন হবে। কিন্তু শহরের বাইরে ফাঁকা মাঠে পড়লে আমরা একেবারে নিরুপায়।

ছোটু বল্লে—কোথাও আমরা নিরাপদ নই—তুমি জানো মাহাঙ্গু আর পাণ্ডুয়াদের, তাই ওকথা বলচ। শহরের সর্বত্র ওদের ঘাঁটি পাতা—যেখানেই থাকো, ওরা খুঁজে বার করবেই। ওদের অসাধ্য কাজ নেই। তা ছাড়া এবার ওরা আমাদের খুঁজ্‌বে জীবন পণ করে—সেটা বুঝতে পারচ ?

শিবু বল্লে—আমার কথা যদি বল, আমি পুলিশের ভয়তত করিনে, যত ওদের ভয় করি। ওদের হাতে আবার ধরা পড়ার চেয়ে পুলিশের হাতে পড়ে ফাঁসি যাওয়া ঢের ভালো।

ছোটু বল্লে—আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেচে। এখনতোকে নিয়েই মুশকিল—তুই যে একেবারে অচল হয়ে পড়লি।

শিবু অভিমানের সুরে বল্লে—আমার জন্যে ভাবিস্‌নেছোটু। তুই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা বরং কর। আমি এখানেইথাকি।

ছোটু শিবুর অভিমানটুকুবুঝতে পারলে। তারও কেমনএকটু অভিমান হল। বল্লে—তুই কি ভাবলি শিবু যে আমিতোকে ফেলে যাবো ?নে ওঠ্, আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি—এখানেআর মোটেই দেরী করা নয়। স্টেশনের পথে চল্—

তখন বেশ সকাল হয়েছে ! দেহাত থেকে দুধ ও তরকারিওয়ালীরা কথা বলতে বলতে রাস্তা বেয়ে চলেছে।টাঙাওয়ালারা আড্ডা থেকে টাঙা খুলে চলেচে স্টেশনেরদিকে।

হঠাৎ পথ চলতে চলতে ছোটু দাঁড়িয়ে গেল। সামনেরগলির মোড়ে একজন লোক যেন তাদের লক্ষ্য করচে।

তাই তো, পুলিশ না মাহাঙ্গু ?

ভয়ে দু'জনেই কাঠ হয়ে গিয়েচে—কারো গলা দিয়ে সুর বার হয় না এমন অবস্থা।

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল লোকটির বাড়ি ঐ গলিরমোড়েই। সে আট-দশ বছরের একটি ছোট ছেলের অপেক্ষায়নিজের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলেটাকেপেছনে নিয়ে সে বড় রাস্তায় এসে পড়ে বিপরীত দিকে গেল।

শিবুবল্লে—যদি এই সময় দু'একটা পয়সা কাছে থাকতো।কাল রাত্রে খাওয়া হয়নি মোটেই—ক্ষিদেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে।তোরও তো সমানই অবস্থা। কি করা যায় বল্ তো ?

ছোটু বল্লে—আছে আমার কাছে। আস্‌বার সময়পাণ্ডুয়ার সেই লাল সুতোয় বোনা থলিটা সামনেই ছিল পড়ে, তুলে নিয়েছিলাম। এখন মনে পড়লো—

শিবু বল্লে—না ছোটু, ওদের পয়সা ছোঁব না ভাই। তারচেয়ে না খেয়ে মরা ভালো। দেখি থলিটা—

পয়সা নিতেও হল না। কারণ থলিটার মধ্যে দোক্তা, তামাক আর চুনের ছোট্ট একটা কৌটো ছাড়া কিছু নেই।

স্টেশন সামনেই। ছোটু বল্লে—আমার মতলব শুন্‌বি ?যে কোনো গাড়ি আসবে—তুই আর অমি চড়ে তাতেবসবো—যতদূর বিনা টিকিটে যাওয়া যায় ! রাজি ?

শিবু কখনো ও-ভাবে গাড়িতে চড়ে নি। ওতেও কিপুলিশের হাতে পড়বার সম্ভাবনা নেই ?যদি পুলিশের লোকজিজ্ঞেস করে বিনা টিকিটে কেন যাচ্ছে, তাদের বাড়ি কোথায়, তারা কোথা থেকে উঠেছে—তাহলে যদি সব কথা বেরিয়েপড়ে?

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। একখানা আপ ট্রেন তখনই এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো। ফেরিওয়ালাদের—'পুরী কচৌরী', 'গরম চা', হিন্দু চা', 'সোডা লেমনেড্' বরফ ইত্যাদি রবেস্টেশন সরগরম হয়ে উঠল।

ছোটু শিবুকে একরকম টেনেহিঁচ্‌ড়ে নিয়ে একখানাগাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়িতে লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা—কিন্তু শেষের বেঞ্চে একটি শায়িত মনুষ্যমূর্তি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোকনেই। দু'জনে গিয়ে এককোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল।

গাড়ি সেই যে ছাড়ল, অনেক স্টেশনেই দাঁড়াল না। ছোটু বা শিবুর জানা ছিল না তারা কোন্ দিকে চলেচে, কোন্ দিকেগেলে কোন্দিকে যাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে তারা বিশেষ কিছু বোঝে না।

মধ্যের একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে কোণের বেঞ্চের লোকটি নেমে গেল। গাড়ি তখন একেবারে খালি।

ছোটু বল্লে—এইবার আমরা একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নিই আয়ভাই—কাল রাত্রে তো চোখের পাতা বুঁজতে পারিনি ভয়ে !

শিবু বল্লে—না ভাই, টিকিট চাইবে এসে। টিকিট নাদেখাতে পারলে পুলিশে দেবে। তার চেয়ে জেগে থাক, বড় ইস্টিশানে গাড়ি এসে দাঁড়ালে আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমেবেড়াবো। আমাদের হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

গাড়ি খুব জোরে চলেচে। শিবু ভাবছে বিজনের কথা।কতদিন দেখা হয় নি, এতদিনে নিশ্চয়ই বিজন তাকে দেখবারজন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেচে। এ গাড়ি কোনদিকে যাচ্ছে কেজানে ?বোধহয় কলকাতার দিকে নয়—আবার কলকাতায়ফেরবার জন্যে তার মন কেমন করে উঠল। তাদের বাড়িরগলির মোড়ে যে দোকানটাতে পয়সায় দুটো বড় লেবেঞ্চুসেরগুলি বিক্রি হয়—তার দোকানী এখনো তার কাছে একটা পয়সাপাবে—একদিন ধার নিয়েছিল। সেই যেদিন বড়লোকের ছেলে রাজাদের গাড়ির ধাক্কায় বিজন আহত হয়—সেদিন। তারপরনানা গোলমালে দোকানটাতে যাওয়াও হয় নি, পয়সাটাও দেওয়া হয় নি।

একটি স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াতে শিবুর এসবআবোল-তাবোল ভাবনায় বাধা পড়ল। ছোটু বল্লে—চল্ শিবুনামি।

শিবু বল্লে—বসে থাক, নামতে হবে না, ছোট স্টেশন, টিকিট চাইবে না এখানে।

ছোটু বল্লে—খিদে পেয়েচে বড্ড, কি করি বল তো শিবু ?

এ কথার উত্তর শিবু দিতে পারলে না, তারও সমানইঅবস্থা। তাদের ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে প্ল্যাটফর্মে ফিরিওয়ালারারাবড়ি মালাই, রুটি মাংস, ছোলা মটর ভাজা, ক্ষীরের কালাকন্দ ও গুঁজিয়া বিক্রি করচে। সবাই কিনে খাচ্চে দিব্যি, হয়তো ওদের মধ্যে অনেকের খিদে নেই, লোভে পড়ে খাবার কিনচে।

আবার ট্রেন ছাড়ে। বেলা বারোটা, একটা, দুটো। লাইনের দু'ধারে বড় বড় মাঠ—খোলার বস্তি। কত স্টেশন এল, গেল।গাড়িও এখন আর খালি নয়। অনেক লোক উঠেচে।

শিবু আর ছোটু অবসন্নভাবে বেঞ্চের ওপর শুয়েপড়েচে। যতক্ষণ মাহাঙ্গুদের ভয়, পুলিশের ভয় ছিল, ততক্ষণওদের ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট মনে আসেনি—এখন সেটাই হয়েছেপ্রবল।

একটা স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই ছোটু হঠাৎ গাড়িথেকে নেমে গেল। একটু পরে সে অনেকগুলো চীনেবাদামভাজা ও একটা কমলালেবু শিবুর সামনে রেখে বল্লে—খা শিবু।

শিবু বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কোথায় পেলি এসব ?

ছোটু বল্লে—পাশের কামরায় এক শেঠ্জি যাচ্চেছেলেমেয়ে নিয়ে। খুব বড়লোক। ভিক্ষে করতে তো শিখেচিমাহাঙ্গুদের কাছে থেকে। ওদের কাছে গিয়ে চাইতে একটাআনি দিলে। তিন পয়সার বাদামভাজা আর এই একটা একপয়সার লেবু।

বিকেলের দিকে ট্রেন একটা বড় স্টেশনে গিয়েদাঁড়াল। তারা শুনলে এর বেশি গাড়ি আর যাবে না। প্রকাণ্ড স্টেশন—লোকজনের বেজায় ভিড়, হৈ-চৈ। শিবু আর ছোটুনেমে পড়ল এবং ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। স্টেশনের নাম দিল্লি। শিবু ক্লাসের বইয়ে দিল্লির কথা পড়েচে। দিল্লি যে এত বড় শহর তা কে জানতো ?ওদের কাপড়-

চোপড়ের অবস্থাতে স্টেশনের লোকে যদি ওদের গরিব কুলিদের ছেলে বলে না ভাবতো, তবে বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়বার অপরাধে ওদের পুলিশের হাতে পড়তে হোত।

ক্ষুধাতে দু'জনই অবসন্ন হয়ে পড়েচে। চীনেবাদাম ওআধখানা করে কমলালেবু ছাড়া আর কিছু জোটেনি সারাদিনে।তার ওপরে সামনে আসচে ভয়ানক শীতের রাত্রি। বেলাএখনো ভালো করে পড়ে নি, এরই মধ্যে শীতের চোটে হাড়েকাঁপুনি ধরেচে।

ছোটু বল্লে—রাত্রে কোথায় থাকবো শিবু, তার একটাযোগাড় করতে হবে। এ শীতে রাস্তায় রাত কাটাতে গেলে মারাপড়বো কিন্তু।

শিবুরও তো সেই ভাবনা। সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর, এখানে কেউ কাউকে আশ্রয় দেবে বলেও তো মনে হয় না।স্টেশনের বাইরে এক ভদ্রলোক টাঙা ভাড়া করছিলেন, ছোটুতার কাছে গিয়ে দুটো পয়সা চাইলে। ভদ্রলোক ওর দিকেচেয়ে দেখে একটা পয়সা হাতে দিলেন।

ছোটুর উৎসাহ দেখে কে। শিবুকে এসে বল্লে—এইরকম করে চলে যাবে শিবু। তোর আর আমার খাওয়ার পয়সাযোগাড় করতে পারবো যদি সারাদিন খাটি। চল্ আর একটুএগিয়ে—

বড় রাস্তা। দিল্লির ট্রাম চলেচে। শহরে আলো জ্বলেউঠল। ট্রাম লাইনের কাছে ভিক্ষে চেয়ে আরো দুটো পয়সামিলল। ছোটু বল্লে—কিছু ছাতু কেনা যাক্ আয়। জল দিয়ে মেখে খেলে পেট ভরবে এখন।

শিবু বল্লে—ছাতু মাখবি কিসে ?কাপড়ে মাখলে জলেকাপড় ভিজে যাবে—রাত্রে আরো শীতে মরবো।

একখানা বড় কাগজ কুড়িয়ে পাওয়া গেল খুঁজতেখুঁজতে। একটা গাছের তলায় বসে দু'জনে সেই কাগজ পেতেছাতু মেখে খেয়ে নিলে। ক্ষুধার সমস্যা তখনকার মতো মিটল।

বিপদে পড়লে মানুষের শক্তি বেড়ে যায়। শিবু ও ছোটু বুঝেচে যে যদি তাদের বাঁচতে হয়, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই বাঁচতে হবে—এতে দু'জনেরইমনের সাহস অনেকখানি বেড়েগিয়েচে—সেই সঙ্গে অনেকখানি বিবেচনা-শক্তিও বেড়েচে।

ছোটু বল্লে—ভাই, কোথাও থাকবার জায়গা আগে দেখিচল্। দু'জনে এখন হুঁশিয়ার হয়েচে অনেক বেশি। স্টেশনইয়ার্ডের কাছ ঘেঁষে একটা ছেঁড়া মলিন তাঁবু। কতকগুলো কুলি কাঁচা পাথুরে-কয়লার চা জ্বেলে আগুন পোয়াচ্চে। ছোটু বল্লে—চল্ শিবু, ওদের সঙ্গে গিয়ে ভাব করে ফেলি, অন্ততখানিকটা আগুন পোহানোও তো যাবে।

সাধারণ অবস্থায় এ বুদ্ধি ওদের কারো আসতো না, একদল অপরিচিত কুলির দিকে ঘেঁষবার প্রবৃত্তি বা সাহসও হোত না। কিন্তু গরজ বড় বালাই।

ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন প্রৌঢ় লোক ওদেরদিকে চেয়ে বল্লে—মকান্ কা ?

ছোটু তাড়াতাড়ি বল্লে—বনারস্।

তারপর দু'জনে নিজেদের সম্বন্ধে এক কাল্পনিক কাহিনীবলে গেল। তারা দিল্লি শহরে এসেচে কাজ খুঁজতে, বাঙালিরছেলে, বাড়ি থেকে পালিয়ে আজই এসেচে। এখন দেখচেনা এলেই ভালো হোত। তারা ভদ্রলোকের ছেলে। এখানেকাউকে চেনে না। রাত তো হল, শীতও হাড়ভাঙা। কোথাও যাবার বা থাকবার জায়গা নেই—তা এখানে বসে কি একটুআগুন পোহাতে পারে ?

সকলেই আগ্রহের সঙ্গে ওদের কথা শুনছিল। দু'তিনজন সমস্বরে বল্লে–বৈঠ্ যা, বুতরু, বৈঠ যা—

বাঙালির ছেলে বলাতে ওদের খাতির একটু বেশি হল। প্রৌঢ় কুলিটার মন একটু ভিজেচেও, ওদের নিতান্ত বালকদেখে। আজকাল ছেলেরা এমনই হয়েচে বটে, কথায় কথায়বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

সে রাত্রে ওদের আশ্রয় জুটল, মোটা আটার রুটি ওগুঁড়ি কচুর তরকারিও খাবার হিসেবে পাওয়া গেল। কুলিদেরতেরপলের তাঁবুর মধ্যে রেলের পুরানো স্লিপার পাতা, তারওপরে চটের বিছানা। তাঁবুর দোরে কাঁচা পাথুরে কয়লারআগুন, গায়ে দেবার জন্যে জুটল কতকগুলো পুরনো চট।

সকালে উঠে কুলিরা চা তৈরি করলে। ভেলি গুড় দিয়েদুধবিহীন চা, রং যেমনি কালো, তেমনি কষা। তাই সবাই খেলেটিনের মগের এক মগ করে। ছোটু চা খায় না। শিবু বাড়িতে চাখেত বটে কিন্তু এখানে চায়ের আস্বাদপেয়ে এক-চুমুক খেয়েই নামিয়ে রাখলে।

কুলিরা এবার কাজ করতে বেরুবে। একদল যাচ্চেগাজিয়াবাদ স্টেশনে একটা পুল মেরামতি কাজে। বেশিরভাগকুলি স্টেশন ইয়ার্ডে কাজ করে। ওরা শিবুর পা খোঁড়া দেখেওর প্রতি খুব সহানুভূতি দেখালে। সকলেই বল্লে—ছি ছি, এমনকাজ কি কখনো করে ?এই অল্প বয়সে এমন পা নিয়ে কি কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে ?ইস্টিশানে অনেক বাঙালিবাবু কাজ করে—আমরা ফিরে আসি, চলো তাদের কাছে তোমাদের নিয়ে যাবো। দুপুরে এখানেই খাবে। আমাদের মধ্যে দু'জন এসে রুটি পাকাবে।

ওরা চলে গেলে শিবু ও ছোটু পরামর্শ করলে যে এখানেআর থাকা চলবে না। বাঙালি বাবুদের কাছে নিয়ে গেলে সবজিজ্ঞাসা করবে, হয়তো পুলিশের হাতে সমর্পণ করবে বাড়িপৌঁছে দেবার জন্যে—তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে।লক্ষ্ণৌয়ের কথাটাই কি আর বাকি থাকবে জানতে ?

শিবু বল্লে—না ভাই, চলো পালাই। দুপুরে আর এখানেখেয়েও কাজ নেই। ধরা পড়ে ফাসি যাবার ইচ্ছে নেই আমার।

সেইদিন দুপুরবেলা জুম্মা মসজিদের সামনের পথেদু'জনে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় গিয়ে বসল। ক্ষুধার কষ্ট আবারপ্রবল হয়েছে—প্রখর পশ্চিমা বাতাসে পথে পথে ধুলো-বালি উড়চে—কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় অত যে রোদ তাও যেন গায়েশানাচ্চে না।

শুক্রবার। জুম্মার নামাজের সময় বহু লোক ঢুকচে মসজিদে।

ছোটু বল্লে—এখানে একটু বোস শিবু। নমাজ থেকে বেরহবার সময় পয়সা চাইলে অনেকে পয়সা দেবে।

শিবু বল্লে—ভিক্ষে করে ক'দিন চলবে ছোটু, অন্য কিছুএকটার চেষ্টা দেখতে হবে।

জুম্মা মসজিদের লাল পাথরের গম্বুজ ও মিনার দুপুরের রোদে অদ্ভুত দেখাচ্চে। বেজায় লোকের ভিড়।বড় বড় বালতিতে যবের শরবৎ বিক্রি হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যেটাঙাওয়ালারা না যেতে পেয়ে সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ একখানা টাঙার দিকে চেয়ে ছোটু বলে উঠ্ল—ওশিবু, সেই কালকার শেঠ্জি, যে গাড়িতে কাল একটা আনিদিয়েছিল। আমায় বলেছিল দিল্লি স্টেশনে নেমে ওর সঙ্গে দেখাকরতে। কাল ভিড়ের মধ্যে নেমে সেকথা মনেই ছিল না। তুইবোস, আমি আসচি—

শেঠজিও ছোটুকে চিনেছিল, কারণ সে টাঙার কাছে যেতেই শেঠ্জি হাসিমুখে ওকেকিএকটাবলেউঠল—লোকেরগোলমালে শিবু তা শুনতেই পেলে না।

['মাসপয়লা' সম্পাদক ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'অজানার উজানে' নামক প্রথম কিশোর বারোয়ারি উপন্যাসটি'মাসপয়লা' পত্রিকার ১৩৪২ সালের বারোটি সংখ্যায় প্রকাশিতহয়। বারোজন লেখক এটি লিখতে শুরু করেন। প্রথম পর্বের সূচনা করেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমাপ্ত করেনক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। এর মধ্যে নবম

পর্বটি রচনা করেনবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রচনাটি অদ্যাবধি বিভূতিভূষণের কোনো বইয়ে গৃহীত হয়নি। নির্বাহী সম্পাদক কর্তৃকএটি সংকলিত হয়ে সংক্ষিপ্ত সূচনাংশসহরচনাবলীর শতবার্ষিকসংস্করণে এই প্রথম মুদ্রিত হল।] ।

—নির্বাহী সম্পাদক